ISSN 2249-3751

অন্তর্মুখ

বাংলা গবেষণা-পত্রিকা

পর্ব-৯, সংখ্যা-২

ত্রৈমাসিক

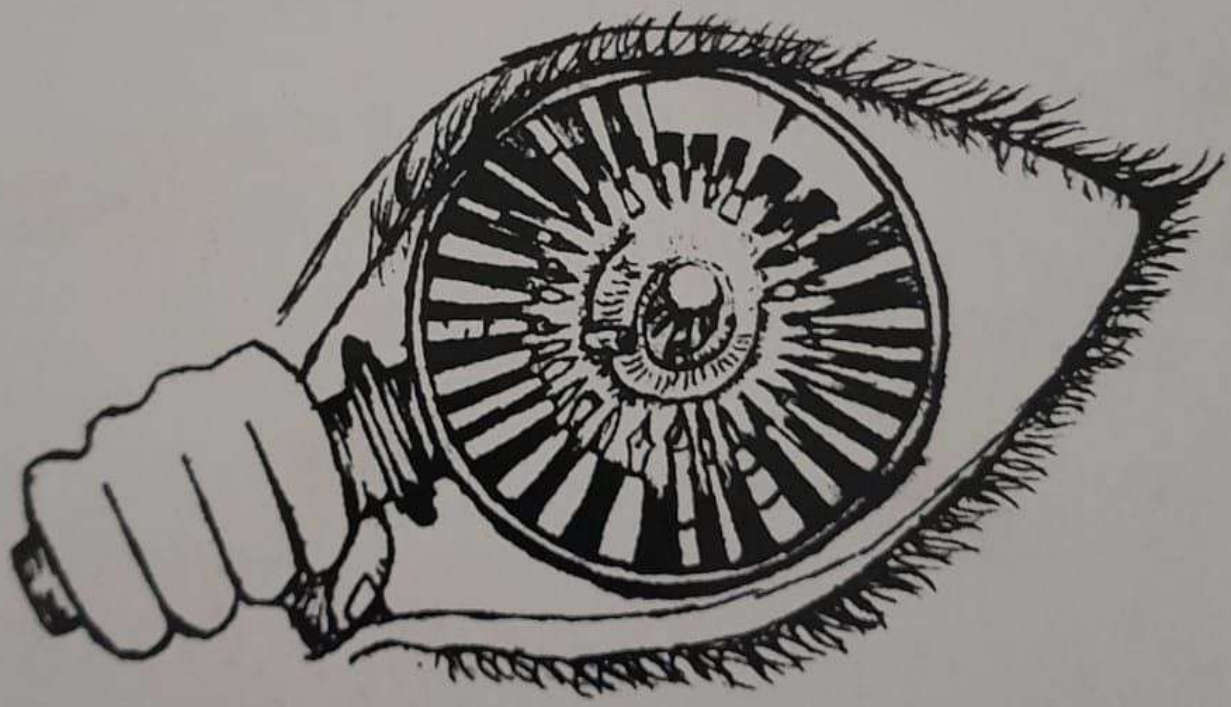

সাহিত্যে ইতিহাস-সন্ধান

সূচিপত্র

উৎপল দত্তের নাটকে ইতিহাসের সন্ধান—সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী / ৫

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস : ধর্মবোধ ও লোকজীবন-সম্পৃক্ত ইতিহাসচর্চার স্বরূপসন্ধান—চিত্তদীপ চ্যাটার্জী / ১৮

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ইতিহাস-অনুসন্ধান : 'ঝাঁসির রানী' থেকে 'অরণ্যের অধিকার'—রিন্টু দাস / ৩১

নির্বাচিত সাহিত্যের নিরিখে বাংলার তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তর : প্রেক্ষাপট কলকাতার ভিক্ষুক—প্রসেনজিৎ নস্কর / ৩৯

নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পে মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক সংকটের ইতিহাস-সন্ধান ও তার গোত্রান্তর—দিব্যেন্দু দে / ৪৯

সন্তোষকুমার ঘোষের 'নানা রঙের দিন' : সমাজ-স্বদেশ ও ইতিহাসপ্রেক্ষিত—সমরেশ দাস / ৬০

তারাশঙ্করের 'অরণ্যবহ্নি'-তে ইতিহাস—মহাদেব সরেণ / ৭১

রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাস-অনুসন্ধান—শ্রাবণী পাল / ৭৯

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' থেকে কলকাতার কাবুলিওয়ালা : উনিশ শতকের জীবন ও বর্তমান অবস্থা—আনিসুল হক / ৯২

উনিশ শতকের বাংলা প্রহসনে পণপ্রথা : ইতিহাসের পরম্পরা—শর্মিষ্ঠা তেওয়ারি / ১০৫

সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে বাংলার পৌণ্ড্র জাতির বিবরণ—কৃষ্ণকুমার সরকার / ১১৪

বাংলা সাহিত্যে নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস : রূপায়ণ ও বিবর্তন—কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস / ১২৯

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীমানস : 'প্রবাসী'র পাতায় ইতিহাস-সন্ধান—আবীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় / ১৪০

মধ্যযুগের বাংলা প্রণয়োপাখ্যানে বাঙালি মুসলমানসমাজ—হামিদা খাতুন / ১৪৯

আদি ও মধ্যযুগের বাঙালির বেশভূষণ : সাহিত্যিক নিদর্শন—খোকন কুমার বাগ / ১৬৭

রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাস-অনুসন্ধান

শ্রাবণী পাল

রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের পৌষ মাসে (২২ ডিসেম্বর ১৯৩৪)। ওই বছরে মাসাধিক-কাল (মে-জুন ১৯৩৪) সিংহল ভ্রমণের পথে রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়'-এর তিনটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন। রচনা সমাপ্তির পরেও দীর্ঘ ছয় মাস তিনি উপন্যাসটি প্রকাশ করেননি। কারণ জানতেন, উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে পাঠক সমাজে বিতর্কের আশঙ্কা রয়েছে। তৎকালীন স্বদেশি আন্দোলনের বিভিন্ন তথ্য-উপদান তিনি গ্রহণ করেছিলেন উপন্যাসে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছিল স্বদেশি আন্দোলনের আদর্শভ্রষ্ট, অধঃপতনের চিত্র। বিপ্লব-পন্থার লক্ষ্যহীন কর্মকাণ্ড, নির্দয় অমানবিক অনুশাসনের স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন স্বদেশি নেতা ইন্দ্রনাথের চরিত্র রূপায়ণে। আর দলতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্য, নীতিহীন শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উদ্‌গিরিত হয়েছিল অতীন্দ্র ওরফে অতীনের সংলাপে। রাজনীতির 'ঝোড়ো হাওয়া' কীভাবে মানব সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়'-এ তার সাহিত্য-রূপ রচনা করেছিলেন।

'চার অধ্যায়' প্রকাশের পর উপন্যাস ঘিরে সৃষ্ট—বিতর্কের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৪২) 'চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ'-এ বিষয়ে লিখেছিলেন—

"এই গল্পের যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্রচেষ্টা-আলোড়িত বর্তমান বাংলাদেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত। ...

"বাইরের এই অবস্থা যেটা আমাদের রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার নানা সংঘট্টনে তৈরি, সেটার অনেকখানি অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা, ও তার কিছু কিছু আভাস আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেছে।..."

এই 'রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা' তথা সশস্ত্র স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাত বিংশ শতাব্দীর সূচনায়। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের অভিঘাতে উত্তাল দেশবাসীর ক্ষোভের আগুনে। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রমুখ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে বাংলায় যে অগ্নিযুগের সূচনা হয়েছিল, উত্থান পতনের মধ্যদিয়ে সেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন